বাংলাদেশ বুলেটিনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হলেন মকিদুর রহমান ডিএম মকিদ

জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক মকিদুর রহমান ডিএম মকিদ।

সম্প্রতি পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্থানীয় সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত থেকে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারের পক্ষ থেকে মকিদুর রহমান ডিএম মকিদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তার পেশাগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে হাঁসের বাচ্চা ও ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন উপকরণ বিতরণ

পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার পিছিয়ে পড়া নারী- পুরুষদের মাঝে প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেছে ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচি।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সদরের ব্র্যাক এরিয়া অফিসে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মো. নাজমুল হাসান শাওন।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের হাঁস পালন পদ্ধতি, টিকা প্রদানের সময়সূচি এবং এ খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পাশাপাশি এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্র্যাককে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এলাকা ব্যবস্থাপক (মেহেরপুর সদর) নুরুন্নাহার পান্না, এলাকা ব্যবস্থাপক (মুজিবনগর) মো. জসিম উদ্দিন, আরসি (লিড) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. মোসাব্বির হোসেন এবং শাখা ব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষে ৩৫ জন অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেককে ২০টি করে মোট ৭০০টি খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসের বাচ্চা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। হাঁসের বাচ্চা পেয়ে উপকারভোগীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং ব্র্যাকের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এছাড়া একই দিনে মেহেরপুর সদর উপজেলার তিনজন এবং মুজিবনগর উপজেলার দুইজন কৃষকের মাঝে ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি তাদেরকে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শও প্রদান করা হয়।

ব্র্যাকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জমির উর্বরতা ও গুণগত মান বজায় রাখা এবং কৃষকদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা ও

সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

সভায় জেলার শিক্ষা খাতের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের পাঠদানে অধিকতর মনোযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউএনও), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা মেহেরপুরের শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের দক্ষ, নৈতিক ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও একটি আধুনিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ঈদ পুনর্মিলনী ও রম্য বিতর্ক

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী, রম্য বিতর্ক এবং কৃতি বিতার্কিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজের বৈশাখী চত্বরে আয়োজিত

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালীথ্যা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মইনুল হোসেন, হাসানুজ্জামান, বশির আহমেদ ও সানজিদা ইসলাম। সুমনা পারভিন যুথির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি নাফিউল ইসলাম।

এ সময় বিতর্ক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলেজের শিক্ষার্থী আলিয়া খাতুন, ডানজিদ রহমান অর্পণ, আকাশ আলী ও নাফিউল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ইমারা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস সোভা, হামিম ইসলাম সোহাগ, সুমনা পারভিন যুথি, রাকিব আহমেদ, মারুফ হোসেন, মিলা খাতুন, সাব্বির হোসেন, সানিহা জামান ও শিহাব হাসান।

বিতর্ক শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল নির্মাণশ্রমিকের

মেহেরপুরের গাংনীতে তুষার বিশ্বাস (২৭) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মরদেহ তার নিজ শয়নকক্ষ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তুষার বিশ্বাস একই এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক

(এসআই) আব্দুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তুষার বিশ্বাস পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন।

কয়েকদিন ধরে তার স্ত্রী ববিতা খাতুন মায়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এছাড়া গতকাল তার বাবা-মা এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান।

আজ বিকেলে তুষারের বাবা মনিরুল ইসলাম বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যুতের একটি ছেঁড়া তার ঘরের মধ্যে রয়েছে এবং তুষার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিছানার ওপর বসা অবস্থায় আছেন।

তিনি ছেলেকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে শরীরে স্পর্শ করলে তুষার বিছানার ওপর পড়ে যান। তখন পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তুষার বিশ্বাসকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের যোগদান

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা থেকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়ে এসে তিনি যোগদান করেন।

এ সময় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

তিনি যোগদান করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে সদ্য সাবেক উপাচার্য এবং কর্মকর্তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের

শাহি উদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ এহানউদ্দীন মনা।

মুজিবনগর সীমান্তে ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ জব্দ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত এলাকা থেকে ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (৮ জুন) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন মুজিবনগর বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়।

অভিযানের একপর্যায়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত সিরাপের আনুমানিক মূল্য ৮০ হাজার টাকা।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্ত দিয়ে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা তৎপর রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি, নিয়মিত টহল এবং বিশেষ অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তকে মাদক ও অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমমুক্ত রাখতে বিজিবির অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি মাঠে জমি চাষ করার সময় সাপের কামড়ে মাহাতাব আলী (৪০) নামের একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সাহারবাটি মাঠে এঘটনা ঘটে। নিহত মাহাতাব আলী হিজলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শামসুল আলীর ছেলে।

‎স্থানীয়রা জানান কৃষক মাহাতাব আলী সকালে জমিচাষ করার সময় জমির আইলে থাকা একটি গর্তে থেকে বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা গ্রামের ইদ্রিস সাপুড়ের কাছে নিয়ে যান।

‎ওঝা ইদ্রিস আলী ৪ ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক করে যখন রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার নাহিদ হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের ডাক্তার নাহিদ হোসেন জানান, যদি রোগীকে সময় মত নিয়ে আসা হতো তাহলে এন্টিভেনম প্রতিষেধক ছিল দিলে হয়তো বেঁচে যেত। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে পুলিশের একটি টিম গাংনী হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্পাদকীয়-তিন লাভজনক পদে একজন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এড়িয়ে চলা।

কিন্তু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি, তা কেবল অনিয়মই নয়, বরং প্রচলিত আইন ও নৈতিকতার চরম অবমাননা। তিনি একাধারে এমপিওভুক্ত করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান এবং সরকারি কাজী। একই সাথে তিনটি লাভজনক পদে থেকে সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা নেওয়ার এই ঘটনা দেশের প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল।

প্রচলিত ‘সরকারি চাকুরিজীবী আইন’, ‘এমপিও নীতিমালা’ এবং ‘স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯’ অনুযায়ী—কোনো ব্যক্তি পূর্ণকালীন সরকারি বা এমপিওভুক্ত চাকুরিতে থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

তদুপরি, ‘মুসলিম বিবাহ ও তালাক বিধিমালা, ২০০৯’ স্পষ্ট বলে যে, একজন কাজী অন্য কোথাও সবেতনে চাকুরি করতে পারবেন না।

আলম হুসাইন এই তিনটি আইনের প্রতিটিই লঙ্ঘন করেছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২০১৫ সালে তিনি যখন কাজী হিসেবে নিয়োগ পান, তখন পদাধিকার বলে তিনি নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলেন! স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এর চেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে?

একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, পুরো একটি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কাজ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করা অসম্ভব।

এই ‘ত্রিশঙ্কু’ ভূমিকার খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে। প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগে শিক্ষকরা অনিয়মিত, শিক্ষার্থীরা মাঠ থাকা সত্ত্বেও খেলাধুলা ও সঠিক পাঠদান থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে, ইউনিয়ন পরিষদে সপ্তাহে মাত্র ১-২ দিন আসায় নাগরিক সেবা পেতে জনগণকে চেয়ারম্যানের ‘নিজস্ব অফিসে’ গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

চরম অব্যবস্থাপনার জবাবে অভিযুক্তের বক্তব্য আরও হতাশাজনক। “সারাদেশে এমন অনেকেই আছেন”—এই খোঁড়া যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অনিয়ম কখনো অন্য কারো অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ম হয়ে যেতে পারে না।

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাও প্রশ্নবিদ্ধ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা রেজিস্ট্রারের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এতদিন ধরে এই ‘ওপেন সিক্রেট’ বিষয়টি জানতেন না বলে যে দাবি করেছেন, তা তাদের তদারকির দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। তবে আশার কথা হলো, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা রেজিস্ট্রার তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ঘটনা একজন মু. আলম হুসাইনের একক অপরাধ নয়, এটি আমাদের জবাবদিহিতাহীন ব্যবস্থার একটি প্রতীকী চিত্র। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং করদাতার টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই ত্রিমুখী আর্থিক সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একই সাথে, অন্য কোথাও এমন ছদ্মবেশী ‘সবজান্তা ও সর্বভুক’ কর্মকর্তা আছেন কি না, তা খুঁজে বের করতে শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ চিরুনি অভিযান চালানো জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারকে এভাবে জিম্মি করার অধিকার কারও নেই।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালতের

কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ জুন) উপজেলা পরিষদ হলরুমে ‘গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন’ শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

‘বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প’-এর আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং উপজেলা প্রশাসন, মুজিবনগরের ব্যবস্থাপনায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল হুদা। তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় আইনি সেবা পৌঁছে দিতে গ্রাম আদালতের গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে ছোটখাটো বিরোধের জন্য জেলা আদালত বা থানায় গিয়ে দীর্ঘ সময় ও অর্থ অপচয় না করেন, সেজন্য গ্রাম আদালতকে আরও সক্রিয় করতে হবে। ‘অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে সঠিক বিচার পেতে চলো যাই গ্রাম আদালতে’ এই স্লোগানকে কেবল ব্যানারে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের বাস্তবে রূপ দিতে হবে।”

তিনি স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে পারলে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দ্রুত ও সহজে ন্যায়বিচার পাবেন, যা সামগ্রিকভাবে বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে।

কর্মশালায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা এবং এর বিভিন্ন আইনি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। একটি কার্যকর গ্রাম আদালত গঠনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

গ্রাম আদালত মেহেরপুর সদর উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবিরের সঞ্চালনায় বক্তারা উল্লেখ করেন, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব, যা গ্রামীণ সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মাঝে এখনও এই আদালতের এখতিয়ার ও সুবিধা সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা নেই। তাই ব্যাপক

প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটিকে আরও জনবান্ধব করে তোলার ওপর কর্মশালায় তাগিদ দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এবং গ্রাম আদালত মুজিবনগর উপজেলা সমন্বয়কারী শাকিলউজ্জামান।

উক্ত কর্মশালায় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কর্মীবৃন্দ অংশ নেন।